সমকাল

তারিখ ... 5 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ......

নারী শিক্ষার আঁতুড়ঘর নানা সমস্যায়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২

বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

■ এসএম আল-আমিন

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারীদের শিক্ষার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। অশিক্ষা, প্রাচীন সংস্কার, অসহনীয় প্রচলিত প্রথার বেড়াজালে নারীর জীবন ছিল বন্দি। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর আলোকে নারী শিক্ষা বিস্তারে মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক ও সদরঘাট সংলগ্ন বাংলাবাজারের কেন্দ্রস্থলে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

● আগামীকাল : সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল

বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢোকার রাস্তাটিও এখন দখলে সংকুচিত ■ সমকাল

নারী শিক্ষার আঁতুড়ঘর

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

গড়ে ওঠে 'বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদরঘাটে যেতে লিয়াকত এভিনিউ ধরে একটু এগোলেই পূর্ব-দক্ষিণ পাশে অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলোর একটি। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ বিদ্যালয়টি নারী শিক্ষা বিস্তারের আঁতুড়ঘরও বলা চলে। দেশের বহু বরেণ্য ও কৃতী ছাত্রী গড়তে এ বিদ্যালয়ের রয়েছে সুমহান ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। তবে এই প্রতিষ্ঠানটিতেও এখন রয়েছে নানা সমস্যা।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলন শুরু হলে এ ভূখণ্ডের জনগণ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হন। সে সময় ঢাকার অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির কর্মীরা বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন লীলা নাগ, পরবর্তী সময়ে যার নাম হয় লীলা রায়। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করা প্রথম নারী শিক্ষার্থী। স্বদেশি আন্দোলনের সিপাহিদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে গড়া কয়েকটি স্কুলের মধ্যে দীপালী-১ ও দীপালী-২ এবং নারী শিক্ষা মন্দির উল্লেখযোগ্য। দেশ বিভাগের পর ঢাকার নবাব পরিবারের নবাবজাদী আখতারুন্নেসার মায়ের নামানুসারে দীপালী-২ বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করা হয় 'কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়'। ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কামরুন্নেসা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ঐতিহ্যবাহী বাংলাবাজার এলাকার নামানুসারেই এই বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় 'বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'। লীলা রায় ও তার সহকর্মীরা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দূর করেছিলেন অমানিশার অন্ধকার। এই আলোকচ্ছটায় আজও উদ্ভাসিত হচ্ছে শত সহস্র নারী শিক্ষার্থী।

বর্তমানে পুরান ঢাকা ও বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পারের অনেক মেয়ে এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। পুরান ঢাকাবাসীর কাছে তাই এ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে দুই হাজার ৪০০ ছাত্রী।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিবছরই প্রায় শতভাগ পাসের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়ে আসছে। তবে গত ৫ বছরের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় ক্রমাগত পাসের হার কমেছে। ২০১২ সালে পাসের হার শতকরা ৯৯ দশমিক ১৭ ভাগ, ২০১৩ সালে ৯৯ দশমিক ১০ ভাগ, ২০১৪ সালে ৯৮ দশমিক ৪১ ভাগ, ২০১৫ সালে ৯৭ দশমিক ৫০ ভাগ এবং ২০১৬ সালে ৯৩ দশমিক ৮৬ ভাগ।

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (জেএসসি) ২০১২ সালে পাসের হার শতকরা ৯৯ দশমিক ৬০ ভাগ, ২০১৩ সালে শতভাগ, ২০১৪ সালে ৯৮ দশমিক ৯২ ভাগ, ২০১৫ সালে ৯৯ দশমিক ২৪ ভাগ এবং ২০১৬ সালে শতভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২০১২ সালে ৯৯ দশমিক ১৮ ভাগ হলেও গত চার বছর পাসের হার শতভাগ।

এ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি তৈরি করেছে অনেক খ্যাতিমান নাগরিক, যারা আজ সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে আছেন– সঙ্গীত প্রতিভা ফেরদৌসী রহমান, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, শিক্ষা বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর নায়ার সুলতানা, বর্তমান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, ডাকসুর সাবেক জিএস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সিনেট সদস্য মাহফুজা খানম প্রমুখ।

সরেজমিনে দেখা যায়, দেশের বহু বরেণ্য ও কৃতী ছাত্রীর স্মৃতিবিজড়িত এ বিদ্যালয়ের দুটি ফটকের সামনে রয়েছে অবৈধ দোকান। প্রধান ফটকের সামনের গলি প্রতিদিনই হকারদের দখলে থাকে। আর দ্বিতীয় ফটকে রয়েছে বইয়ের অনেক গুদামঘর। এতে ছাত্রীদের যাতায়াতে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুলতানা জাহান জানালেন, পুরান ঢাকার মধ্যে এ বিদ্যালয় নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতি বছরই ছাত্রী ভর্তির আবেদন বাড়ছে। চলতি বছর ভর্তিতে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে ২৬৪ আসনের বিপরীতে প্রায় চার হাজার ছাত্রী আবেদন করে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনের তুলনায় চারজন শিক্ষক কম। তবে পাঠদানে শিক্ষকদের পরিশ্রম ও আন্তরিকতার ফলে শিক্ষার্থীদের ওপর এ ঘাটতির প্রভাব নেই। এই প্রতিষ্ঠান নারী শিক্ষায় অবদানে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে বলে মনে করেন তিনি।

বিদ্যালয়ের ফটক দখল বিষয়ে সুলতানা জাহান বলেন, ছাত্রীদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে দোকানগুলো উচ্ছেদে পুলিশ ও প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। তবে অভিযোগের পর উচ্ছেদ করলেও দু-তিন পর আবার গলির বেশিরভাগ দখল করে নেয় দোকানদাররা। এতে ছাত্রীদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়।

ফটক দখল নিয়ে এক ছাত্রীর অভিভাবক মনিকা দাশ বলেন, হকারদের অবৈধ দোকানপাটের কারণে বিদ্যালয়ের সামনে অভিভাবকদের অবস্থান করতেও বেগ পেতে হয়। এসব দোকান উচ্ছেদ করা হলে ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও স্বস্তিতে চলাফেরা করতে পারবেন।

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার বলে, নারী জাগরণ ও আদর্শ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান তুলনাহীন। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও এ প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ নারীরা দেশের অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখবেন।